www.exameden.com

অ্যাডভোকেট তালিকাভুক্তির প্রিলিমিনারী (এম.সি.কিউ.) পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য।

সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২

সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ সালের ১ নং আইন।
১৮৭১ সালে স্যার জেমস্ ফিটজজেমস স্টিফেন আইনের খসড়া তৈরি করেন।
আইনটি ১৮৭২ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়।
সাক্ষ্য আইনের অংশ ৩টি, ১১ টি অধ্যায় এবং ১৬৭ টি ধারা।
সাক্ষ্য আইন একটি পদ্ধতিগত আইন।
সর্বশেষ সংশোধন – ২০২২ সালে।

সাক্ষ্য আইন যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়–
সামরিক আদালত সহ সকল প্রকার আদালতে বা সকল প্রকার বিচারিক কার্যক্রমে সাক্ষ্য আইন প্রযোজ্য হয়।

সাক্ষ্য আইন যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না–
The Army Act, 1952, The Naval Discipline Ordinance, 1961 অথবা The Air Force Act 1953 অনুসারে গঠিত আদালতে, কোন আদালত বা বিচারকের নিকট উপস্থাপিত কোন হলফনামা (Affidavits) এর ক্ষেত্রে এবং কোন সালিশী কার্যক্রমে সাক্ষ্য আইন প্রযোজ্য হয় না।

আদালত [Court] - সাক্ষ্য আইনে আদালত বলতে বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্যান্য ব্যক্তিদের বুঝায় যারা আইনগত ভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সালিসকারী আদালত বলে গণ্য হবেনা।

ঘটনা বা তথ্য বা বিষয় [Fact] - ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন কিছু বা কোন কিছুর অবস্থা বা কোন কিছুর সম্পর্ক এবং মানসিক কোন অবস্থা ।
'ক' 'খ' -কে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে, আঘাত করা হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং আঘাত করার ক্ষেত্রে 'ক' এর অভিপ্রায় হলো মানসিক অবস্থা।
- কোন নির্দিষ্ট বস্তু নির্দিষ্ট স্থানে কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় সাজানো রয়েছে, এটি একটি ঘটনা বা তথ্য।
- কোন ব্যক্তি কোন কিছু দেখেছে বা শুনেছে, এটি একটি ঘটনা বা তথ্য।
- এক ব্যক্তি কিছু কথা বলেছে, তা একটি ঘটনা বা তথ্য।
- একজন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট মত পোষণ করেন, কোন ইচ্ছা পোষণ করেন, সরল বিশ্বাসে বা প্রতারণামূলকভাবে কাজ করেন, কোন নির্দিষ্ট শব্দ কোন নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেন বা কোনো বিশেষ সময়কালে কোন বিশেষ অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন আছে বা ছিল এটাও একটি ঘটনা বা তথ্য ।
- এক ব্যক্তির কোন খ্যাতি আছে, এটি একটি ঘটনা বা তথ্য ।
সুতরাং কোন মামলায় যা প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত কিংবা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাকে আমরা ঘটনা বা তথ্য বলতে পারি।

exameden.com

বিচার্য বিষয় [Facts in Issue]-
মামলা প্রমাণে যে সকল ঘটনা বা বিষয় আদালত বিবেচ্য হিসেবে গণ্য করে তাকে বিচার্য বিষয় বলে।
কোন মামলার বিচার্য বিষয় (Facts in issue) হলো এমন একটি বিষয় যা দেওয়ানি মামলায় মামলার প্লিডিংসে একপক্ষ দাবি করে এবং অন্যপক্ষ অস্বীকার করে এবং যা প্রমাণ করতে পারলে মামলার পক্ষদ্বয়ের অধিকার এবং দায় নির্ধারণ করে আদালত রায় দিতে পারেন।
অন্যদিকে ফৌজদারি মামলায় বিচার্য বিষয় হলো এমন একটি বিষয় যা এক পক্ষ কর্তৃক অভিযোগ করে এবং অন্যপক্ষ এই অভিযোগ অস্বীকার করে দোষী নয় বলে দাবি করে এবং যেটা প্রমাণ করতে পারলে, আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শাস্তি বা খালাস-যেকোনো একটি রায় দিতে পারেন।

ধরা যাক 'খ' কে হত্যার অভিযোগে 'ক' অভিযুক্ত হলো। তার বিচারকালে নিম্নলিখিত ঘটনা বা বিষয়গুলো বিচার্য বিষয় হিসেবে লিপিবদ্ধ হতে পারে-
'ক' 'খ' এর মৃত্যু ঘটিয়েছে;
'ক' 'খ' এর মৃত্যু ঘটানোর ইচ্ছা করেছে;
'ক' 'খ' এর নিকট হতে গুরুতর ও আকস্মিক প্ররোচনা/উস্কানি পেয়েছিল; এবং
'ক' যে কাজের মাধ্যমে 'খ' এর মৃত্যু ঘটিয়েছে তা করার সময় মানসিক বিকারের কারণে 'ক' এর প্রকৃতি উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিল না।

দলিল [Document]-
কোন বিষয় উল্লেখের জন্য ব্যবহার হতে পারে বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোন পদার্থের উপর কোন অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নের দ্বারা প্রকাশিত বা বর্ণিত কোন বিষয়কে দলিল বলে। Evidence (Amendment) Act 2022 দ্বারা ডিজিটাল রেকর্ডকেও দলিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

The Evidence Act (Amendment), 2022 দ্বারা ডিজিটাল রেকর্ডকে দলিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত যে কোন লেখা, সিসিটিভির ভিডিও বা মোবাইলে ধারণকৃত ছবি বা ভিডিও বা ওয়েবসাইট প্রকাশিত গেজেট ইত্যাদি ডিজিটাল রেকর্ড মর্মে গণ্য হবে এবং এগুলো সাক্ষ্য আইন অনুসারে দলিলের অন্তর্ভুক্ত হবে। The Evidence Act (Amendment), 2022 এর সংশোধন অনুসারে ডিজিটাল রেকর্ড বা ইলেকট্রিক রেকর্ড বলতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যুক্ত হবে-

ম্যাগনেটিক বা ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল, কম্পিউটার মেমোরি, মাইক্রোফিল্ম, অডিও, ভিডিও, ডিজিটাল বহুমুখী ডিস্ক বা ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক (ডিভিডি), কম্পিউটার উৎপাদিত মাইক্রোফিচ ইত্যাদিতে প্রস্তুতকৃত, প্রেরিত, গৃহীত বা ধারণকৃত কোন রেকর্ড, ডাটা বা তথ্য। ড্রোন ডেটা, ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশনের রেকর্ড (সিসিটিভি), সেল ফোন, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার বা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ তে সংজ্ঞায়িত অন্য কোন ডিজিটাল ডিভাইসের কোন রেকর্ডস।

সাক্ষ্য [Evidence]- কোন বিতর্কিত বিষয় বা প্রাসঙ্গিক বিষয় কিংবা বিচার্য বিষয় প্রমাণের জন্য উপস্থাপিত কোন বিবৃতি বা দলিলকে সাক্ষ্য বলা হয়।
সাক্ষ্য প্রধানত তিন প্রকার : (১) মৌখিক সাক্ষ্য, (২) দালিলিক সাক্ষ্য, (৩) ফরেনসিক সাক্ষ্য।

examdeen.com

সাক্ষ্য আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী- মামলার বিচার্য বিষয় সম্পর্কে বা কোন মামলার প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে সাক্ষীকে আদালত যে বিবৃতি প্রদানের জন্য অনুমতি প্রদান করেন, সাক্ষী প্রদত্ত সেই বিবৃতিকে মৌখিক সাক্ষ্য বলে।
অর্থাৎ সাক্ষীর সাক্ষ্য যখন মামলার বিচার্য বিষয় সম্পর্কিত হয় এবং আদালত কর্তৃক তা অনুমোদনপ্রাপ্ত হয় তখন তা মৌখিক সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হয়।
সাক্ষ্য আইনের ৫৯ ধারা অনুযায়ী- লিখিত বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য সকল বিষয় মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে।
মৌখিক সাক্ষ্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ হতে হবে।
সাক্ষ্য আইনের ৬০ ধারায় মৌখিক সাক্ষ্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ধারা অনুযায়ী-
(১) দেখার বিষয় হলে নিজ চোখে দেখতে হবে : সাক্ষ্য যদি দেখা সংক্রান্ত কোন বিষয় হয়, তাহলে সাক্ষীকে তা নিজ চোখে দেখতে হবে। অর্থাৎ সাক্ষীকে আদালতে বলতে হবে যে, বিষয়টি তিনি নিজ চোখে দেখেছেন।
(২) শোনার বিষয় হলে নিজ কানে শুনতে হবে : সাক্ষ্য যদি শোনা সংক্রান্ত কোন বিষয় হয়, তাহলে সাক্ষীকে তা নিজ কানে শুনতে হবে। অর্থাৎ সাক্ষীকে আদালতে বলতে হবে যে, বিষয়টি তিনি নিজ কানে শুনেছেন।
(৩) উপলব্ধির বিষয় হলে নিজে উপলব্ধি করতে হবে : সাক্ষ্য যদি উপলব্ধি সংক্রান্ত কোন বিষয় হয় তাহলে সাক্ষীকে তা নিজ ইন্দ্রিয় (ত্বক, জিহ্বা) দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে। অর্থাৎ সাক্ষীকে আদালতে বলতে হবে যে, বিষয়টি তিনি নিজে উপলব্ধি করেছেন।
(৪) অভিমতের বিষয় হলে নিজের অভিমত হতে হবে : সাক্ষ্য যদি অভিমত সংক্রান্ত কোন বিষয় হয় তাহলে উক্ত অভিমত সাক্ষীর নিজের হতে হবে। অর্থাৎ সাক্ষীকে আদালতে বলতে হবে যে, অভিমতটি তার নিজের ।

মৌখিক সাক্ষ্য সকল ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হতে হবে এর ব্যতিক্রম:

সাধারণত জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণীয় হয় না। তবে সাক্ষ্য আইনের ৩২ এবং ৩৩ ধারা অনুযায়ী জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণীয় হয়। এগুলোকেই "মৌখিক সাক্ষ্য সকলক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হতে হবে" এই নীতির ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

নিম্নে ব্যতিক্রমগুলি উল্লেখ করা হলো:
(১) স্বাভাবিক কাজের বর্ণনা : যদি কোন সাক্ষী তার স্বাভাবিক কাজের বর্ণনা প্রদান করেন। তাহলে মৌখিক সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও আদালতে তা গ্রহণীয় হয়।
(২) খাতা বা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ বিষয় : স্বাভাবিক নিয়মে কোন ব্যক্তি যদি খাতা বা ডায়েরিতে কোন বিষয় লিখে রাখেন তাহলে মৌখিক সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও আদালতে তা গ্রহণীয় হয়।
(৩) মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া বিবৃতি : মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত রখে যাওয়া বিবৃতি আদালতে তা গ্রহণীয় হয়।
(৪) নিজের স্বার্থ বিরোধী বিবৃতি : কোন সাক্ষী যদি নিজের স্বার্থ বিরোধী কোন বিবৃতি প্রদান করে তাহলে আদালতে তা গ্রহণীয় হয়।
(৫) দলিল বা উইলের বিবৃতি : দলিল বা উইল দ্বারা বিবৃতি আদালতে তা গ্রহণীয় হয়।
(৬) অনেক ব্যক্তির বিবৃতি : অনেক লোক যখন কোন বিবৃতি প্রদান করে তখন আদালতে তা গ্রহণীয় হয়। এখানে অনেক লোক বলতে কত লোক বোঝানো হয়েছে তা নির্দিষ্ট করা হয় নি। আদালতই তা নির্ধারণ করবেন।

examden.com

(৭) জনগণের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় : কোন বিবৃতি যদি জনগণের স্বার্থের পক্ষে প্রদান করা হয় তাহলে আদালতে তা গ্রহণীয় হয়।
(৮) আত্মীয়তার অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিষয় : রক্তের সম্পর্ক বা বৈবাহিক বা দত্তক সম্পর্কিত বিষয়ের অস্তিত্বের প্রশ্ন হলে উক্ত বিষয়ে অবগত আছেন এমন ব্যক্তি যদি বিরোধ সৃষ্টির পূর্বে কোন বিবৃতি প্রদান করেন তাহলে আদালতে তা গ্রহণীয় হয়।
(৯) উপরের বিষয়ের লিখিত বিবৃতি : উপরের বিষয়ে যদি কোন লিখিত বিবৃতি থাকে এবং তা বিরোধ সৃষ্টির পূর্বে হয় তাহলে আদালতে তা গ্রহণীয় হয়।
(১০) গ্রন্থে প্রকাশিত অভিমত : কোন ব্যক্তির গ্রন্থে প্রকাশিত অভিমত যদি সাক্ষ্যের বিষয় হয় এবং উক্ত গ্রন্থ যদি বাজারে বিক্রি হয় তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থকারকে আদালতে হাজির না করে তার গ্রন্থ আদালতে দাখিল করা যেতে পারে। যেমন : উক্ত ব্যক্তি মৃত হলে, উক্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া না গেলে, উক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানে অসামর্থ হলে, আদালতের বিবেচনায় উক্ত ব্যক্তিকে হাজীর করানোর ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ হলে ইত্যাদি।

দালিলিক সাক্ষ্য–
যেসব দলিল আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপন করা হয়, সেসব দলিলকে দালিলিক সাক্ষ্য বলা হয়।

 # দলিলভুক্ত সাক্ষ্যের প্রমাণ সম্পর্কিত বিধি-
সাক্ষ্য আইনের ৬১ ধারা অনুযায়ী–
দলিলভুক্ত সাক্ষ্য দুই ভাবে প্রমাণ করা যায়। যথা: (১) প্রাথমিক সাক্ষ্য দ্বারা, (২) মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য দ্বারা।

(১) প্রাথমিক সাক্ষ্য (Primary Evidence) দ্বারা দলিলের বিষয়বস্তু প্রমাণ ।

সাক্ষ্য আইনের ৬২ ধারা অনুযায়ী– যে দলিল প্রমাণের জন্য আদালতে দাখিল করতে হয় তাকে প্রাথমিক সাক্ষ্য বা Primary Evidence বলে।

দলিল যদি বিভিন্ন প্রতিলিপিতে বিভক্ত হয় তাহলে তার প্রত্যেক ভাগই প্রাথমিক সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ একটি দলিল যদি অনেকগুলি ফটোকপি হয় তাহলে প্রত্যেক কপি একটি অন্যটির প্রাথমিক সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। তবে ফটোকপি মূল দলিলের প্রমাণ নয়। আবার একটি খবরের কাগজ অন্য একটি খবরের কাগজের নকল নয়। কাজেই তাদের প্রত্যেকটিই মূল দলিল।

(২) মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য (Secondary Evidence) দ্বারা দলিলের বিষয়বস্তু প্রমাণ :
সাক্ষ্য আইনের ৬৩ ধারা অনুযায়ী নিম্নের বিষয়গুলি মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য :

(ক) সত্যায়িত জাবেদা নকল,
(খ) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মূল দলিলের নকল বা ফটোকপি,
(গ) মূল দলিল থেকে প্রস্তুত করা নকল,
(ঘ) যে পক্ষ দলিল সম্পাদন করেনি তার বিরুদ্ধে সম্পাদিত দলিলের প্রতিলিপি,
(ঙ) কোন দলিলের প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক সাক্ষ্য।

সাক্ষ্য আইনের ৬৫ ধারা অনুযায়ী নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য দ্বারা দলিলের বিষয় বস্তু প্রমাণ করা যেতে পারে:

(i) দলিলটি অভিযুক্ত ব্যক্তির দখলে থাকলে : যার বিরুদ্ধে মূল দলিলটি প্রমাণ করতে হবে দলিলটি যদি তার নিকট থাকে তাহলে মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য প্রদান করা যায়।
(ii) দ্বলিলটি আদালতের এখতিয়ারের বাইরে থাকলে : মূল দলিলটি এমন ব্যক্তির নিকট থাকে যে, আদালতের এখতিয়ারের বাইরে অথবা আদালতের নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও দালিলটি হাজীর করা হচ্ছে না তাহলে মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য প্রদান করা যায়।
(iii) দলিলটি হারিয়ে গেলে : মূল দলিলটি যদি হারিয়ে যায় তাহলে মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য প্রদান করা যায়।
(iv) দলিলটি নষ্ট হয়ে গেলে : মূল দলিলটি যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য প্রদান করা যায়।
(v) অভিযুক্ত ব্যক্তি দলিলের অস্তিত্ব স্বীকার করলে : যার বিরুদ্ধে দলিলটি প্রমাণ করতে হবে সেই ব্যক্তি অথবা তার প্রতিনিধি যদি মূল দলিলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাহলে মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য প্রদান করা যায়।
(vi) দলিলটি স্থানান্তরের অযোগ্য হলে : মূল দলিলটি যদি এমন হয় যে, তা সহজে স্থানান্তর করা যায় না তাহলে মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য প্রদান করা যায়।
(vii) সরকারি দলিল হলে : মূল দলিলটি সাক্ষ্য আইনের ৭৪ ধারা অনুযায়ী সরকারি দলিল হলে মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য প্রদান করা যায়।
(vili) মূল দলিলে অনেক দলিলের বিবরণ থাকলে : মুল দলিলে যদি অনেক দলিলের বিবরণ থাকে এবং তা যদি আদালতের পক্ষে প্রমাণ করা সুবিধাজনক না হয় তাহলে মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য প্রদান করা যায়।
(viii) নকল ব্যবহারের বিধান থাকলে: মূল দলিলটি যদি এমন হয় যে, তার নকল ব্যবহারের বিধান আছে তাহলে, মাধ্যমিক বা গৌণ সাক্ষ্য প্রদান করা যায়।

সরকারি দলিল এবং বেসরকারি দলিল [Public Document & Private Document]
ধারা ৭৪- সরকারি দলিল- সরকারি কর্মকর্তা তার সরকারি অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনকালে যে সকল দলিল প্রস্তুত করেন সেগুলো সরকারি দলিল বলে গন্য হয়।

নিম্নলিখিত দলিলগুলো সরকারি দলিল-
কোন সর্বভৌম কর্তৃপক্ষের কার্য বা কার্যের রেকর্ড, সরকারি প্রতিষ্ঠান বা ট্রাইব্যুনালের এবং বিদেশী রাষ্ট্রের বা কমনওয়েলথের বা বাংলাদেশের কোন অংশের আইনসভার, বিচার বিভাগের বা শাসন বিভাগের বা সরকারি কর্মকর্তার কার্য বা কার্যের রেকর্ড।

ধারা ৭৪ (২) অনুযায়ী বাংলাদেশে সরকারিভাবে রক্ষিত ব্যক্তিগত দলিলের রেকর্ড সরকারি দলিল বলে গন্য হবে। বিক্রয় দলিল ব্যক্তিগত দলিল, নিবন্ধনের পর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সরকারিভাবে সংরক্ষণ করা হয় বলে এটি সরকারি দলিলে পরিণত হয়।

কয়েকটি সরকারি দলিলের উদাহরণ-
নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল, ভোটার তালিকা, খতিয়ান, সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত জন্ম ও মৃত্যু সনদ, চার্জ শীট, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধকৃত দোষ স্বীকারমূলক বক্তব্য, ওয়ারেন্ট, সমন, আরজি বা লিখিত জবাব যখন আদালতে দাখিলের পর

examedon.com

নিবন্ধিত হয়, আদালতের রায়, সার্ভে রিপোর্ট, ডিক্রি বা আদেশের কপি, তদন্তকালে পুলিশের দিনপঞ্জি, পুলিশের নিকট দাখিলকৃত প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ইত্যাদি।

exameden.com